বুথস্তরের আধিকারিক ই-পত্রিকা

ক্ষেত্রস্তরের সাফল্য:-ভারতের নির্বাচন কমিশনের নির্দেশাবলী রূপায়ণের ক্ষেত্রস্তরে বুথস্তরের আধিকারিকদের উজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে।

১২ নং খণ্ড

ভোটের পর্ব দেশের গর্ব
লোকসভা নির্বাচন ২০২৪

জুলাই, ২০২৪

সাফল্যের প্রতিধ্বনিঃ ২০২৪ -এর সাধারণ নির্বাচনকে ফিরে দেখা

ভারতে নির্বাচনের ব্যপ্তি প্রকৃত অর্থে বিস্ময়কর। বিগত বছরগুলিতে, দেশে ১৮ টি সাধারণ নির্বাচনের , ৪০০-র বেশি রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন, ১৬টি রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এবং ১৬টি উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সফলভাবে অনুষ্ঠিত করার মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াএকটি অত্যুচ্চ মানে বা 'গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড'-এ পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে। আনুমানিক ৯৭ কোটি নথিভুক্ত ভোটার এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেন বলে বিপুল সংখ্যক ব্যবস্থাদির প্রয়োজন হয়।

সারা দেশ জুড়ে ১০.৫ লক্ষেরও বেশি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয় যা আনুমানিক ১.৫ কোটি নির্বাচনী আধিকারিক এবং নিরাপত্তা কর্মী দ্বারা পরিচালিত হয়। ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সহায়তা দান এবং নির্বাচনসমূহের মসৃণ পরিচালনার ব্যাপারটি বিপুলায়তনে অনুষ্ঠিত করা সুনিশ্চিত করতে প্রায় ৫৫ লক্ষ বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্র (ই ভি এম সমূহ) ব্যবহার করা হয়। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গে অনুষ্ঠিত অন্ধ্র প্রদেশ, অরুণাচল প্রদেশ, উড়িষ্যা এবং সিকিম রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন ৪ জুন, ২০২৪ তারিখে ফল ঘোষণার মধ্য দিয়ে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে।

প্রায় ৩১.২ কোটি ভারতীয় মহিলা ভোটারের ভোটদান করার মধ্য দিয়েএকটি বিশ্ব রেকর্ড স্থাপিত হয়েছে যা ২৭টি ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্রের সর্বমোট নির্বাচকের সংখ্যার চেয়ে ১.২৫ গুণ বেশি।

সম্পাদনা কমিটি

এন এন বুতোলিয়া
বরিষ্ঠ প্রধান সচিব (নির্বাচক তালিকা)

অশোক কুমার
উপ অধিকর্তা (তথ্যপ্রযুক্তি)

কুলদীপ কুমার সাহারাবত
অধিকর্তা (প্রশিক্ষণ)
আই আই আই ডি ই এম

অধিকর্তা (ইভিএম)

দিপালী মাসিরকর
অধিকর্তা (নির্বাচন পরিকল্পনা)

সন্তোষ আজমেরা
অধিকর্তা (এস ভি ই ই পি)
সদস্য আহ্বায়ক

সম্পাদক মন্ডলী

আর কে সিং
সমন্বয়কারী (এস ভি ই ই পি)

অনুজ চন্ডক
যুগ্ম অধিকর্তা প্রচার মাধ্যম
(এস ভি ই ই পি)

রজনী উপাধ্যায়
সংযোগ পরামর্শদাতা

ফারহা আলভী,
গ্রাফিক ডিজাইনার

নির্বাচকদের বৈচিত্র্যময় চিত্র

৪৯.৭ কোটি পুরুষ ভোটার

৪৭.১ কোটি মহিলা ভোটার

৮২ লক্ষ ৮৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের ভোটার

৪৮,০০০ রূপান্তরকামী ভোটার

১৯.৭৪ কোটি ২০-২৯ বছর বয়সী তরুণ ভোটার

২.১৮ লক্ষ একশো বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের ভোটার

১.৮ কোটি ১৮-১৯ বছর বয়সী প্রথমবার ভোটার

৮৮.৪ লক্ষ শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী ভোটার

১৯.১ লক্ষ সার্ভিস ভোটার

এই ঐতিহাসিক নির্বাচনে ১০ লক্ষেরও বেশি বুথ স্তরের আধিকারিক (বি এল ও) ভোটার এবং নির্বাচনী ব্যবস্থাপনার মধ্যে সংযোগের প্রাথমিক মাধ্যম হিসাবে কাজ করেছিলেন।এই বি এল ও-রা প্রত্যেক যোগ্য ভোটারকে নিবন্ধনভুক্ত করে এবং তাদের ভোটাধিকার সংক্রান্ত ব্যাপারে অবহিত করার কাজটি সুনিশ্চিত করার মাধ্যমে সফল নির্বাচন পরিচালনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।তাঁরা সমাজের প্রত্যন্ত এবং দুর্বলতম অংশের কাছে পৌঁছে প্রথমবারের ভোটদাতা থেকে একশো বা তদূর্ধ্ব বয়সের ভোটদাতা পর্যন্ত সকলকেই নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করার কাজটি সুনিশ্চিতভাবে সম্পন্ন করেছেন ।তাঁদের কর্তব্যনিষ্ঠা এবং কঠোর পরিশ্রম হল ভারতীয় গণতন্ত্রের মূল ভাবের সেই উদাহরণ যা ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনকে বিপুলভাবে সাফল্যমন্ডিত করে দেশের জন্য একটি গর্বের মুহূর্ত সৃষ্টি করেছে।

আপনি কি জানেন ?

“চুনাও কা পর্ব, দেশ কা গর্ব” (ভোটের পর্ব, দেশের গর্ব) ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের এই ট্যাগলাইনটি আধিকারিকদের সুদীর্ঘ আলোচনার ফলে চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছে। শুধুমাত্র ভোটারদের মধ্যে নয়, একটি মজবুত নির্বাচনী ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ২ কোটি ভোটকর্মীর মধ্যেও ট্যাগলাইনের সারমর্ম অনুধাবনের মাধ্যমে উৎসব যাপন এবং গর্বের অনুভূতি জাগ্রত করার জন্যই মূলত “গর্ব কা পর্ব” (গর্বের পর্ব) হিসাবে গৃহীত ট্যাগ লাইনটির পরিমার্জনা প্রয়োজন ছিল।

নির্বাচনের চেতনাকে অন্তরে ধারণ করে গণতন্ত্র এবং জাতীয় গর্বের উদযাপন হিসাবে “চুনাও কা পর্ব, দেশ কা গর্ব” বাক্যাংশটি গভীরভাবে অনুরণিত হয়।২০২৪ সালের চতুর্দশতম জাতীয় ভোটদাতা দিবসে ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এটি আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হয়েছিল।প্রাথমিক স্তরে ব্যানার, পণ্যদ্রব্য এবং বিভিন্ন সংযোগমূলক চ্যানেলগুলির মাধ্যমে ট্যাগলাইনটিকে জনপ্রিয় করতে বুথ স্তরের আধিকারিক (বি এল ও) এবং অন্যান্য আধিকারিকরা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

এই ট্যাগ লাইনটি শুধুমাত্র ভোটারদের ভোটদানে অংশগ্রহণকে অনুপ্রাণিত করতেই কাজ করে না, এটি সারা দেশের নির্বাচনী আধিকারিকদের কর্তব্যনিষ্ঠা ও অঙ্গীকারেরও প্রতীক যা গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে জাতির ভবিষ্যৎ গঠনের প্রতি সম্মিলিত দায়িত্ববোধকে প্রোৎসাহন দান করে।

২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে বুথস্তরের আধিকারিকদের প্রচেষ্টায় ৬৪.২ কোটি গর্বিত ভারতীয় ভোটার অংশগ্রহণ করেছেন:

একটি সফল এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ভোটার তালিকা সুনিশ্চিতকরণ

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের জন্য একটি ব্যাপক, নির্ভুল এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ভোটার তালিকা সুনিশ্চিত করতে বুথ স্তরের আধিকারিকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। প্রতিটি যোগ্য ভোটারকে নিবন্ধনের অন্তর্ভুক্ত করা এবং একই সঙ্গে ভোটার তালিকা থেকে অনুপযুক্ত ভোটারের তথ্য এবং একাধিক এন্ট্রি বাতিল করার ব্যাপারটি সুনিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে তাঁরা প্রচেষ্টা চালিয়েছেন এবং এর দ্বারা নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সামগ্রিক সাফল্যে তাঁদের উল্লেখযোগ্য অবদানের সঙ্গে এটিও সুনিশ্চিতভাবে বোঝা যায় যে ভোটার তালিকাগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পরীক্ষা করার পর হালনাগাদ করা হয়েছে।

বুথ স্তরের আধিকারিকদের পরিচালনায় ভোটারদের সঙ্গে সংযোগ এবং সচেতনতামূলক উদ্যোগগুলি অধিক পরিমাণে গ্রহণ করার কারণে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ভোটের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল।এই উদ্যোগগুলির মধ্যে ছিল বুথ স্তরের আধিকারিক কর্তৃক ঘরে ঘরে তথ্য যাচাইকরণের মাধ্যমে ভোটার তালিকা সংশোধন, ভোটার স্লিপ বিতরণ, বাড়ি থেকে ভোটদানের সুবিধা প্রদান এবং ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে পৌঁছানো ও নিয়ে আসার (পিক-ড্রপ)পরিষেবা প্রদান, যা বিশেষ করে বয়স্ক এবং বিশেষভাবে সক্ষম ভোটারদের অধিক পরিমাণে অংশগ্রহণে প্রোৎসাহন দানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।ভোটদানের ব্যাপারে শহরে বসবাসকারী জনসাধারণের উদাসীনতা হ্রাস করার জন্য, বহুতল বা গ্রুপ হাউজিং সোসাইটিতে যেখানে সাধারণের ব্যবহার্য এলাকা বা নিম্নতলে কমিউনিটি হল রয়েছে সেখানে নতুন ভোটকেন্দ্র স্থাপনের জন্য একটি বিস্তৃত সমীক্ষা চালানো হয়েছিল।অধিকন্তু, বস্তি অঞ্চল এবং শহুরে বা আধা-শহুরে সম্প্রসারণমুখী এলাকাগুলিতে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রগুলি স্থাপন করা হয়েছিল।

বাড়ি থেকে ভোটদানের ক্ষেত্রে বুথস্তরের আধিকারিকদের ভূমিকা

বুথ স্তরের আধিকারিকগণ ভোটার তালিকায় ৮৫ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সের ভোটার এবং ৪০ শতাংশ প্রতিবন্ধি বেঞ্চমার্কযুক্ত বিশেষভাবে সক্ষম ভোটারদের চিহ্নিত করে বাড়ির পরিবেশের স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে ভোটারদের সুস্পষ্ট নির্দেশ দানের মাধ্যমে ঘরে বসে ভোট দেওয়ার সহায়তা প্রদান করেছে, যার ফলে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অখণ্ডতা বজায় রাখা এবং উক্ত ভোটারদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে।এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে :

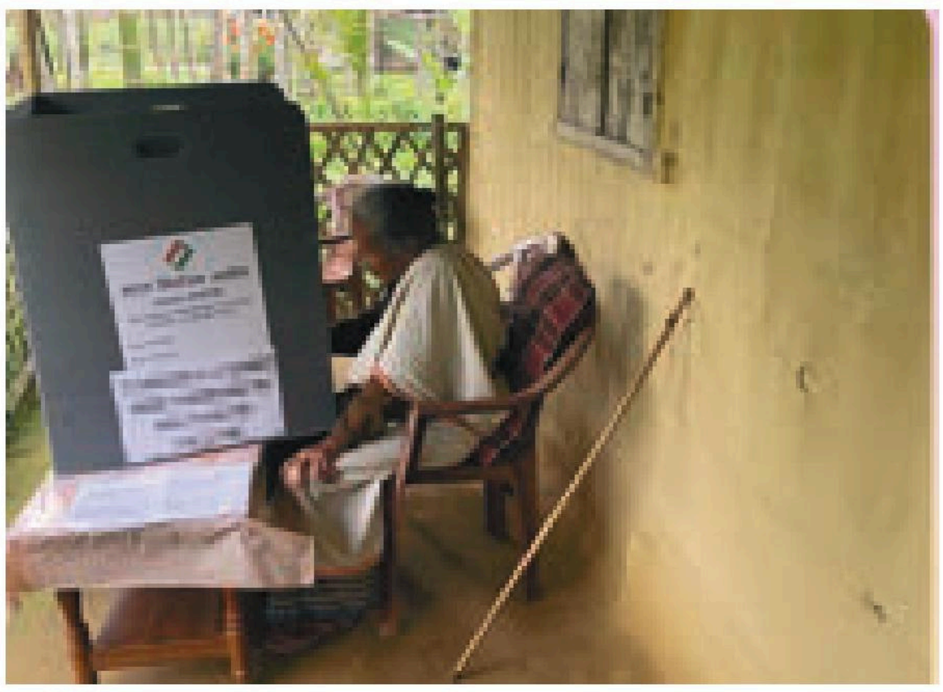

১। উপযুক্ত ভোটারদের চিহ্নিত করা এবং যাচাই করা: বুথ স্তরের আধিকারিকরা ১২ ডি নং ফর্ম পূরণের মাধ্যমে উপযুক্ত ভোটারদের চিহ্নিত করা ও যাচাই করার প্রক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করেন।

২।অতিরিক্ত নির্বাচন নিবন্ধন আধিকারিক/ভোটারদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা: বুথ স্তরের আধিকারিকরা অতিরিক্ত নির্বাচন নিবন্ধন আধিকারিকের কাছে ফর্ম জমা দেন এবং অতিরিক্ত নির্বাচন নিবন্ধন আধিকারিক আবেদনটি অনুমোদন করেন এবং ভোটগ্রহণের দিন পোলিং দলগুলিকে নিযুক্ত করেন। অধিকন্তু, বুথ স্তরের আধিকারিকরা ভোটগ্রহণকারী দলগুলি যে তারিখে ভোট গ্রহণের জন্য ভোটারদের বাড়িতে পৌঁছাবে সেই তারিখ এবং ভোটদানের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি সম্পর্কেপ্রয়োজনীয় তথ্য এবং সহায়তা প্রদান করে বাড়ি থেকে ভোটদানকারী ভোটারদের অবহিত করেন যাতে সমগ্র বিষয়টি সুনিশ্চিতভাবে সম্পন্ন হয় ।

পিক-ড্রপ সহায়তায় বুথস্তরের আধিকারিকদের ভূমিকা

গর্ভবতী মহিলা এবং শারীরিক অক্ষমতা সম্পন্ন বয়স্ক ভোটারদের মত ভোটদাতা যাদের ভোটকেন্দ্রে পৌঁছানোর জন্য সহায়তার প্রয়োজন, তাঁদের জন্য বুথ স্তরের আধিকারিকরা পিক-ড্রপ সুবিধার বন্দোবস্ত ও পরিচালনা করেন এবং উক্ত ভোটারদের চলাফেরার অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় স্বাচ্ছন্দ্য এবং মর্যাদার সাথে প্রতিটি ভোটারের অংশগ্রহণ করার ব্যাপারটি সুনিশ্চিত হয়।এর মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

১। সহায়তা প্রাপকদের চিহ্নিতকরণ: যাদের পরিবহন সহায়তা প্রয়োজন, বুথ স্তরের আধিকারিকরা সেইসব ভোটারদের চিহ্নিত করেছেন।

২।পরিবহন পরিষেবাগুলির সঙ্গে সমন্বয়সাধন: বুথ স্তরের আধিকারিকরা ভোটারদের সময়মত এবং সুবিধাজনক যাতায়াত সুনিশ্চিত করার জন্য পরিবহন পরিষেবা ব্যবস্থাগুলির সমন্বয় সাধন করেছেন।

৩।নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করা: বুথ স্তরের আধিকারিকরা এই পরিষেবা ব্যবহারকারীভোটারদের নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য সুনিশ্চিত করেছেন।

বাসবনী সদানন্দমের সাফল্যের পথ : অঙ্গীকারের কাহিনী

বাসবনী সদানন্দম তেলেঙ্গানার সিদ্দিপেট জেলার মাদাদায় ২৪ নং পোলিং স্টেশনে বুথ স্তরীয় আধিকারিক এবং মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা কর্মপ্রকল্পে ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে ১৪ বছর ধরে কাজ করছেন। মাদাদা এবং এর সংলগ্ন বান্টুপল্লী এবং রামুলাপল্লীতে গ্রামের ১১১৩ জন ভোটারের সেবায় নিয়োজিত সদানন্দমের গণতন্ত্রের প্রতি অঙ্গীকার অনুপ্রেরণাদায়ক।

তিনি ১৭ বছর বয়সে উপনীত হয়েছেন এমন সকল অধিবাসীকে চিহ্নিত করেন এবং নিবন্ধীকরণের জন্য তাদের অগ্রিম আবেদন জমা দেওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত করেন এবং তারা ১৮ বছর বয়সে উপনীত হলে, তিনি ভোটার তালিকায় তাদের নাম সংযোজনের জন্য উদ্যোগ নেন। উনি যত্নসহকারে মাধ্যমিকের মার্কশিট, আধার কার্ড, বা বিবাহের শংসাপত্রর মতো প্রয়োজনীয় নথিপত্র সংগ্রহ করে নতুন ভোটারদের নিবন্ধীকরণ করেন। তিনি এলাকায় দীর্ঘকাল বসবাসকারী ব্যাক্তিদের ও চিহ্নিত করেন এবং গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে তাঁদের বসবাস সংক্রান্ত শংসাপত্র পেতে সহায়তা করেন এবং ভোটার হিসাবে তাঁদের নিবন্ধীকরণ করেন।

২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচন এবং ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে সদানন্দম চুনাও পাঠশালা ও ভোটার সচেতনতামূলক কর্মসূচি আয়োজন করে সবাইকে ভোট দিতে উদ্বুদ্ধ করেন। সব যোগ্য প্রতিবন্ধী মানুষ এবং ৮৫ বছর বয়সোর্ধ্ব প্রবীণ নাগরিকরা যাতে বাড়িতে ভোট দেওয়ার জন্য ১২-ডি নিদর্শ পান যে বিষয়টি তিনি নিশ্চিত করেছেন এবং তাঁরা যাতে প্রস্তুত থাকতে পারেন তা নিশ্চিত করার জন্য অগ্রিম নোটিশ ও দিয়েছেন।

নির্বাচনের দিনে, যাঁদের ভোট কেন্দ্রে পৌঁছাতে সাহায্য প্রয়োজন তাদের সহায়তা করার জন্য তিনি স্বেচ্ছাসেবক এবং হুইলচেয়ারের ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি সবার জন্য সুবিধাজনক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ভোটদানের অভিজ্ঞতা সুনিশ্চিত করতে পরিবহন সুবিধা, শিশুপালনকারী মায়েদের জন্য আলাদা বিশ্রামাগার, শিশুদের খেলাধূলার সরঞ্জাম এবং মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ভোটকেন্দ্র সম্পর্কে পল্লিবাসীকে জানান।

বাসবনী সদানন্দমের অবিচল নিষ্ঠা এবং দরদী পরিষেবা প্রদান উল্লেখযোগ্যভাবে তাঁর পল্লিবাসীর মধ্যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করেছে এবং তাঁকে সবার জন্য আশা এবং উত্সাহের এক উজ্জ্বল নিদর্শন হিসেবে গড়ে তুলেছে।

ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে সুনিশ্চিত ন্যূনতম সুযোগ সুবিধা জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে বি এল ও-দের ভূমিকা

বিএলও-রা বিভিন্ন প্রচার কর্মসূচির মাধ্যমে সহজলভ্য উপকরণ এবং সুবিধাগুলিকে কার্যকরভাবে প্রচার করে ভোটারদের প্রয়োজনীয় তথ্য এবং সহায়তা দানের বিষয়টি এবং প্রতিটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে সব ভোটারদের জন্য ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা সুনিশ্চিত করেন। এর মধ্যে রয়েছে :

১। পল্লিবাসীর মধ্যে প্রচার: ভোটাররা যাতে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় নিজেদের আরো সক্ষম বোধ করেন সেজন্য বিএলও-রা সহজলভ্য উপকরণ এবং সুবিধাগুলি সম্পর্কে ভোটারদের শিক্ষাদান করতে বিভিন্ন পল্লিসভা এবং তথ্যপ্রচার অধিবেশনের আয়োজন করেছে।

২। তথ্যসামগ্রী বিতরণ: ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে সুযোগসুবিধা সম্পর্কে সচেতনতার জন্য তাঁরা প্রচারপত্র, ক্ষুদ্র পুস্তিকা এবং অন্যান্য তথ্যসামগ্রী বিতরণ করেছে।

৩। স্থানীয় সংগঠনগুলির সঙ্গে সহযোগ: শেষপ্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য বিএলও স্থানীয় অ-সরকারিসংগঠন ও পল্লী গোষ্ঠীদের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করেছে।

অন্তর্ভুক্তির সাফল্য চিহ্নিত করা: ময়ূরভঞ্জ পি ভি টি জি-র মধ্যে উচ্চ ভোটদানের হারে উচ্ছ্বসিত

২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে, ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলাবিশেষভাবেবিপন্নজনজাতি গোষ্ঠীদের (পি ভি টি জি) মধ্যে ৯৮.৬১ শতাংশ ভোটদানের হারের একটি উল্লেখযোগ্য মাইল ফলক অর্জন করেছে যা নির্বাচনী অংশগ্রহণে অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য নির্দেশ করছে।

ব্যাপক এস ভি ই ই পিউদ্যোগ সহ জেলা প্রশাসনের সক্রিয় পদক্ষেপগ্রহণের জন্য ভোটদানের এই উচ্চ হারের কৃতিত্ব অর্জন করা গেছে যার মধ্যে আদিবাসী সম্প্রদায়ের জন্য নিবিড় সচেতনতা অভিযান ও প্রাথমিক স্তরে বিএলওদের প্রচেষ্টাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বিশেষ উদ্যোগ সমূহের মধ্যে রয়েছে :

ক) ৫৫টি পি ভি টি জি-দের জন্য নির্দিষ্ট পোলিংবুথ স্থাপন।
খ) পথ নাটিকা এবং কুইজ প্রতিযোগিতার মতো জনসংযোগ উদ্যোগে স্থানীয় ভাষার ব্যবহার।
গ) বহু ভাষী প্রচারপত্র এবং শৈল্পিক দেয়াল চিত্রের মাধ্যমে জনসচেতনতার প্রচেষ্টা ভোটারদের সঙ্গে কার্যকরভাবে সংযোগ স্থাপন করে।
ঘ) আদর্শ ভোট কেন্দ্রগুলিতে মসৃণভাবে ভোটদানের অভিজ্ঞতা সুনিশ্চিত করতে সবরকম সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা।
ঙ) নির্বাচক তালিকায় পি ভি টি জি-দের অন্তর্ভুক্তির জন্য বিশেষ নিবন্ধীকরণ অভিযান।

ময়ূরভঞ্জ নির্বাচনক্ষেত্রে এই নিবেদিত প্রচেষ্টার ফলে ভোটদানের হার প্রশংসনীয় ৭৫.৭৯ শতাংশ অর্জন করা গেছে যার ফলে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে সার্বিকভাবে ৭৭ শতাংশ ভোটদানের হার নথিবদ্ধ হয়।সব মিলিয়ে ময়ূরভঞ্জে পি ভি টি জি-দের মধ্যে উচ্চ ভোটদানের হার অর্জনের সাফল্য অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনী প্রক্রিয়ার একটি সুদৃঢ় প্রতিফলন ঘটায় যা ভবিষ্যতের নির্বাচনের জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সমান অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করার একটি উল্লেখযোগ্য নজির স্থাপন করে।

দায়িত্ব বৃদ্ধিতে বি এল ও-দের তথ্যপ্রযুক্তি সরঞ্জামের ব্যবহার

প্রযুক্তি বিএলও-দের দক্ষতার সাথে তাঁদের দায়িত্ব পালনে সহায়তা করেছে।ভোটার হেল্পলাইন অ্যাপ, আপনার প্রার্থীকে জানুন (কে ওয়াইসি) অ্যাপ, সি-ভিজিল অ্যাপ এবং ১৯৫০ হেল্পলাইন-এর মতো তথ্যপ্রযুক্তি সরঞ্জাম ব্যবহারে তাঁদের কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় করতে হয়েছে। তাঁরা শুধুমাত্র এগুলি ব্যবহারই করেননি,সহজে নিবন্ধীকরণ, সংশোধন এবং হালনাগাদ করার সুবিধার ব্যাপারে ও ভোটারদের শিক্ষাদান ও করেছেন।

১।ভোটার হেল্পলাইন অ্যাপ (VHA): বিএলও-রা ভোটারদের প্রশ্নের সমাধান করেছেন এবং অ্যাপের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করে দ্রুত এবং নির্ভরযোগ্য সহায়তা সুনিশ্চিত করেছেন।

৩। **সি-ভিজিল:** বিএলও-রা আদর্শ আচরণ বিধি চলাকালীন অভিযোগ দায়ের করার জন্য সি-ভিজিল অ্যাপটি কে জনপ্রিয় করে তুলেছেন এবং স্বচ্ছতা সুনিশ্চিত করেছেন।

২।আপনার প্রার্থীকে জানুন (KYC) : ভোটারদের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করার জন্য তাঁরা KYC অ্যাপের প্রচার করেছেন।

৪। **১৯৫০ হেল্পলাইন:** বিএলও-রা ভোটারদের জিজ্ঞাস্যের দ্রুত উত্তর দেওয়ার মাধ্যমে ১৯৫০ হেল্পলাইন জনপ্রিয় করে তুলেছেন ।

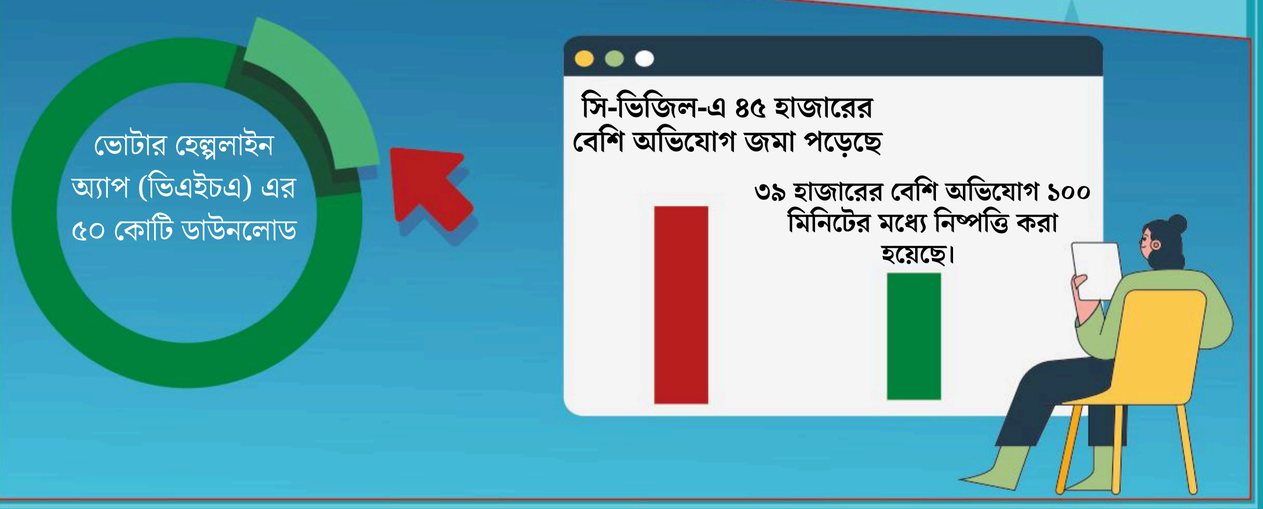

বিএলও-র মাধ্যমে ভোটার স্লিপ এবং ভোটার নির্দেশিকা বিতরণ

ভোটার স্লিপ এবং ভোটার গাইড হল সেই অপরিহার্য উপকরণ যা ভোটারদের ক্ষমতায়ন ঘটায় এবং ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম থাকার বিষয়ে তাঁদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সঞ্চারিত করে। তাই বিএলও-রা এই উপকরণগুলির বিতরণ সুনিশ্চিত করেন যাতে প্রত্যেক ভোটার স্বচ্ছন্দে সাবলীলভাবে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পেতে পারেন।

১) **বাড়ি বাড়ি বিতরণ:** বিএলও বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার স্লিপ এবং নির্দেশিকাসমূহ বিতরণ করে প্রত্যেক ভোটার যাতে ভোটের তারিখ এবং ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের মতো প্রয়োজনীয় তথ্য পায় তা সুনিশ্চিত করেছেন।

২) **আর ডব্লিউ এ এবং পল্লি গোষ্ঠী সমূহের সঙ্গে জনসংযোগ:** ভোটারদের শিক্ষাদান ও তাঁদের উদ্বেগ প্রশমন করতে আলাপ-আলোচনার আয়োজন করা।

৩) **বুথ স্তরের এজেন্টদের সঙ্গে সহযোগিতা:** প্রচার কর্মসূচি, ভোটার স্লিপ এবং নির্দেশিকা বিতরণ এবং ভোটের দিন সহায়তার মতো ক্ষেত্রীয় স্তরে সহায়তার জন্য বিএলও বুথ স্তরের এজেন্টদের সঙ্গে কাজ করেন।

৪) **স্থানীয় প্রতিনিধিদের সাথে সমন্বয়:** বিএলও পল্লিবাসীর কাছে পৌঁছাতে গ্রামপ্রধান এবং নগর পঞ্চায়েত কর্মীদের সঙ্গে কাজ করেন।

তেলেঙ্গানার মেহবুবনগর জেলার এক শান্ত নিরিবিলি শহরের এক পৌর ওয়ার্ডের বাসিন্দা শিব। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের সময় মেহবুবনগর শহরের ২৫৩ নং ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে তিনি একজন অধস্তন কর্মচারী এবং বুথস্তরের আধিকারিক (বি এল ও) হিসাবে কাজ করেছেন। শিব তার কর্তব্যনিষ্ঠায় অটল ছিলেন এবং তাঁর জনগোষ্ঠীর কল্যাণে যে দায়বদ্ধতা তিনি দেখিয়েছেন তা এক কথায় অতুলনীয়।

ভি আর এ-হিসাবে কাজ শুরু করলেও বুথস্তরের আধিকারিক হিসাবে অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করে তিনি স্থানীয় এলাকার নির্বাচনী প্রক্রিয়ার তত্ত্বাবধান করেছেন। প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ের উপর লক্ষ্য রেখে নির্বাচন প্রক্রিয়ার প্রতিটি দিক অখন্ডতা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে সম্পন্ন হওয়ার ব্যাপারটি সুনিশ্চিত করেছেন। একটি নিখুঁত এবং হালনাগাদ করা ভোটারতালিকা রক্ষণাবেক্ষণ করার ব্যাপারে তাঁর নিষ্ঠা প্রশংসনীয়। তিনি সমস্ত ভোটার স্লিপ বিতরণ করেছেন এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য প্রতিটি ভোটারকে উৎসাহিত করেছেন।

শিবের সাফল্যের পথ: একটি অঙ্গীকারের কাহিনি

বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও শিব তাঁর লক্ষ্যে অবিচল ছিলেন। ভোটারদের অবস্থা সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে তিনি যেভাবে নিজের ওয়ার্ডের প্রতিটি বাড়িতে সপ্তাহে তিন থেকে চার বার পরিদর্শনে গেছেন তাতে তাঁর বিচক্ষণতা ও সহমর্মিতারই পরিচয় পাওয়া যায়। এগুলি শুধুমাত্র নিয়মমাফিক পরিদর্শন নয়, বরং, এই পরিদর্শনগুলির সময়ে তিনি অর্থবহ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যাকে চিহ্নিত করে তার সমাধানের পথ বের করতেপেরেছেন। তিনি একে একে সমস্ত প্রতিবন্ধকতাগুলিরমোকাবিলা করেছেন এবং তালিকায় যাতে কোনো মৃত বা ভুয়ো ভোটারের নাম না থাকে এবং যোগ্য বলে বিবেচিত প্রত্যেক নাগরিক যাতে তালিকায় ভোটার হিসাবে নথিভুক্ত হন তা তিনি সুনিশ্চিত করেছেন।

ভোটারদের **SVEEP** কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে প্রোৎসাহন দানের জন্য তিনি সক্রিয় ভাবে সমস্ত **SVEEP** কর্মকাণ্ডে যোগদান করেছেন।ভোট গ্রহণকেন্দ্রে যোগ্য বলে বিবেচিত প্রত্যেক ভোটারের হাতে যাতে ভোটারদের নির্দেশ পুস্তিকা এবং ভোটার ইনফরমেশন স্লিপ (ভি আই এস)-পৌঁছায় সেই ব্যাপারটি সুনিশ্চিত করেছেন। তিনি নিজে বহু দূর পথ পাড়ি দিয়ে ভোটারদের হাতে ভোটারদের নির্দেশ পুস্তিকা (তেলুগু-তে) এবং ভি আই এস—পৌঁছে দিয়েছেন এবং যোগ্য বলে বিবেচিত ভোটাররা যাতে স্বচ্ছন্দ ও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন তার জন্য নিজে এগুলির বিষয়বস্তু তাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন।

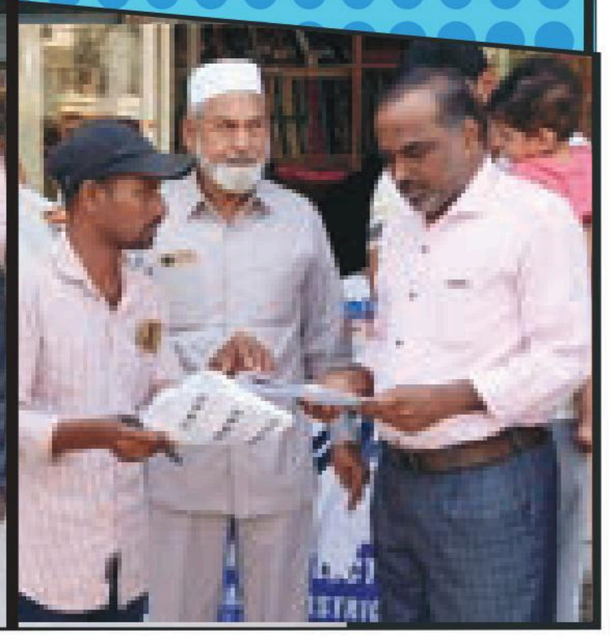

নিজ এলাকার সমস্ত ভোটারদের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করে শিব আজ এক অনন্য সাফল্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে সাহায্যের হাত

অনুরূপভাবে, বুথ স্তরের আধিকারিকরা ভোটের দিন সহায়তা ডেস্কে উপস্থিত থেকে ভোটকেন্দ্রে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা প্রদান করেন এবং ভোটাররা যাতে ভোট চলাকালীন প্রয়োজনীয় সহায়তা, তথ্য এবং নির্দেশনা পান সেই ব্যাপারটি সুনিশ্চিত করে একটি নিরবচ্ছিন্ন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনী অভিজ্ঞতার দৃষ্টান্ত রাখেন।

১। **নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মসৃণ পরিচালনা সুনিশ্চিত করা:** ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা বজায় রাখা এবং সমগ্র প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হওয়ার ব্যাপারটি বুথ স্তরের আধিকারিকরা সুনিশ্চিত করেছেন।

২। **ভোটারদের সহায়তা করা:** যেসব ভোটারদের বিশেষ সহায়তার প্রয়োজন তাঁদের সহায়তা করে বুথ স্তরের আধিকারিকরা একটি ইতিবাচক ভোটদানের অভিজ্ঞতা সুনিশ্চিত করেন।

৩। **নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষা করা :** বুথ স্তরের আধিকারিকরা ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে শৃঙ্খলা রক্ষা করেন এবং ভোটার তালিকায় ভোটারদের নাম সংক্রান্ত যে কোন সমস্যা সমাধানে সহায়তা করেন।

প্রাথমিক স্তরে সাফল্যের কাহিনি:

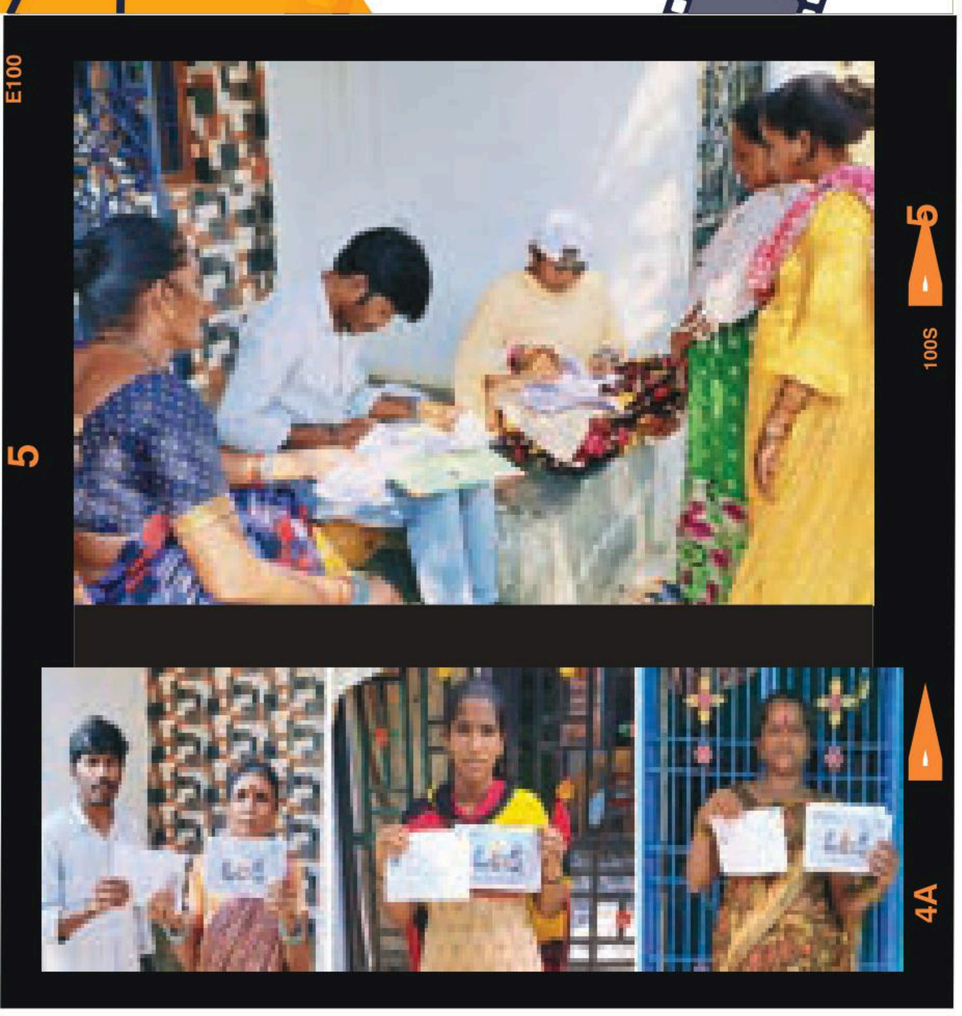

অন্ধ্রপ্রদেশের ১০৯ নং কান্দুকুর বিধানসভা কেন্দ্রে, ২৭১ জন বুথ স্তরের আধিকারিককে ২৭১ টি ভোটকেন্দ্রের জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল এবং এই আধিকারিকেরা ২০২৩ সালের ২১ জুলাই তারিখে শুরু হওয়া ভোটার তালিকার বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধনের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধনের প্রারম্ভে মোট নির্বাচকের সংখ্যা ছিল ২১৮,৯১৩ জন। ২১ জুলাই থেকে ২১ আগস্ট পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি গিয়ে যাচাই-বাছাই এবং সমীক্ষা চলাকালীন, বুথ স্তরের আধিকারিকরা ১,১৬৫ জন নতুন ভোটারকে তালিকাভুক্ত করেছেন, ৫,৮৩৮ জন ভুয়ো, মৃত বা স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত ভোটারকে তালিকা থেকে বাতিল করেছেন এবং ৩,০৫০ জন ভোটারের তথ্যাদি সংশোধন করেছেন৷ অধিকন্তু, তারা ২২ আগস্ট থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে ৩৬৬ টি অনুরূপ ফটো এন্ট্রি (PSEs)পার্টগুলির মধ্যে(within parts), ৬০৫ টি অনুরূপ ফটো এন্ট্রি পার্টগুলির উপর আড়াআড়িভাবে(across parts), ৮০ টি অনুরূপ ডেমোগ্রাফিক এন্ট্রি (DSEs) পার্টগুলির মধ্যে(within parts), এবং ৬০টি অনুরূপ ডেমোগ্রাফিক এন্ট্রি (DSEs) পার্টগুলির উপর আড়াআড়িভাবে (across parts)চিহ্নিত করেছেন এবং এগুলির প্রক্রিয়াকরণ করেছেন।

বুথ স্তরের আধিকারিকরা বাড়িবাড়ি সমীক্ষার মাধ্যমে ৮৫ বছরের অধিক বয়সী ভোটার এবং ৪০ শতাংশ শারীরিক প্রতিবন্ধীত্বের বেঞ্চমার্ক যুক্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের (PwD) চিহ্নিত করে বাড়ি থেকে ভোটদানের সহায়তা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১০৯-কান্দুকুর বিধানসভা কেন্দ্রে, তাঁরা ১২৬ জন যোগ্য ব্যক্তিকে চিহ্নিত করেছেন, যাঁদের মধ্যে ১২৩ জন বাড়ি থেকে ভোটদানের সুবিধা পেয়েছেন।

প্রথমবারের ভোটার, মহিলা এবং বিশেষভাবে বিপন্ন জনজাতি গোষ্ঠীগুলিকে (PVTGs) সহায়তা দানের লক্ষ্যে বুথ স্তরের আধিকারিকরা ২০২৪ সালের ১৫ এপ্রিল সমগ্র নির্বাচনী এলাকাব্যাপী সচেতনতামূলক কর্মসূচি সংঘটিত করেন।

তাঁরা বিভিন্ন জনজাতি আবাসস্থল পরিদর্শন করে ভোটের গুরুত্ব, বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্রের (ই ভি এম) এর বিশ্বাসযোগ্যতা ও ভোটার তালিকায় তাদের নাম যাচাই করার ব্যাপারগুলি ব্যাখ্যা করেন এবং এর ফলে ভোটারদের আস্থা ও ভোটদানে অংশগ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। পথ রঙ্গোলি, পোস্টকার্ডের মাধ্যমে প্রচার এবংভোটদানের নীতিগত সচেতনতা অধিবেশনগুলির মত বিশেষ কর্মসূচি প্রথমবারের ভোটারদের উৎসাহিত করতে এবং তাঁদের আস্থা জাগানোর জন্য সংগঠিত হয়েছিল।

১৪৪ নং ভোটকেন্দ্রটি বিশেষ করে মহিলা ভোটারদের জন্য একটি গোলাপি ভোটকেন্দ্র হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। এই ভোটকেন্দ্রটি গোলাপি রঙ এবং বেলুন দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছিল, এবং সেখানে মহিলা ভোটারদের সঙ্গে আনা শিশুদের ব্যবহারের জন্য খেলনা সহ একটি শিশু-ক্রেশের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। উপরন্তু, আরামদায়ক এবং অন্তর্ভুক্তিমুলক ভোটদানের অভিজ্ঞতা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং গর্ভবতী মহিলাদের যাতায়াতের জন্য একটি মহিলা ড্রাইভার চালিত অটোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

নিষ্ঠা এবং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে ১০৯ নং কান্দুকুর বিধানসভা কেন্দ্রের বুথ স্তরের আধিকারিকরা কেবল নির্বাচনী প্রক্রিয়ার অখণ্ডতাই সুনিশ্চিত করেননি বরং ভোটারদের অংশগ্রহণ এবং ভোটারদের ভোট দানের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে ২০২৪ সালের নির্বাচনকে সাফল্য মন্ডিত করেছেন।

ভারতের নির্বাচন কমিশনের একটি স্মারক ডাকটিকিট, অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনের থিমে, ২৫শে জানুয়ারী, ২০২৪-এ প্রকাশ করা হয়েছিল